যুগান্তর

তারিখ 13 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

সহকারী প্রক্টরকে মারধর

জাবির পাঁচ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ও সহকারী প্রক্টর শিকদার মো. জুলকারনাইনকে মারধরের ঘটনায় ৫ ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। বুধবার রাতে এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। বহিষ্কৃতরা হল— রিয়াদ, সনেট, মাফি, সুমন ও তৃকি। বহিষ্কার প্রত্যেকেই মার্কেটিং বিভাগের ৪১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে রিয়াদ ও সনেট জাবি ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী। এ ঘটনায় প্রোভিসি অধ্যাপক আবুল হোসেনকে প্রধান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবনের সামনে এবং প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের দায়ে অভিযুক্ত রিয়াদকে গ্রেফতার করতে বুধবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও আশুলিয়া থানা পুলিশ ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে যায়। এ সময় সহকারী প্রক্টর শিকদার মো. জুলকারনাইন অভিযুক্ত রিয়াদকে নিয়ে অনুষদের বাইরে আসছিলেন। হঠাৎ **বহিষ্কার : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬**

বহিষ্কার : সাময়িক

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রিয়াদ ঘুরে সহকারী প্রক্টরকে নাকে ঘুষি মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় ওই শিক্ষকের নাক দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। আহত শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়ার পর বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদিকে রিয়াদের সঙ্গে শিক্ষকদের ধস্তাধস্তি ও মারামারিতে অংশ নেয় মার্কেটিং বিভাগেরই সনেট, সুমন ও বিবিএ ফ্যাকাল্টির আরও কয়েকজন। এরপর প্রক্টরিয়াল বডি অভিযুক্ত রিয়াদ ও সনেটকে পুলিশের ভ্যানে উঠিয়ে আশুলিয়া থানায় নিয়ে যায়। শিক্ষককে মারধরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডাকে।

ঘটনার ব্যাপারে আক্রান্ত শিক্ষক শিকদার মো. জুলকারনাইন বলেন, অভিযুক্ত রিয়াদকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে আমরা বিবিএ ফ্যাকাল্টিতে যাই। এ সময় উপস্থিত উত্তেজিত ছাত্রলীগ কর্মীদের হাত থেকে রিয়াদকে নিরাপদ রাখতেই আমি পাশে থাকি। আর সেই রিয়াদই পেছন ফিরে আমাকে ঘুষি দেয়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর তপন কুমার সাহা যুগান্তরকে বলেন, প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত ৫ ছাত্রের নাম ডিসিপ্লিনারি বোর্ডে আলোচনা হয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট সভায় পাঠানো হয়েছিল। সিন্ডিকেট সভায় তা পুনরায় আলোচনা করে অভিযুক্ত ৫ ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে বলে শুনেছি। ছাত্রলীগের বিক্ষোভ : চলমান হরতাল ও অবরোধের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান ভনি ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেলের নেতৃত্বে এ বিক্ষোভ করা হয়।